মাওলানা আবদুল হক গজনবীর সাথে মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মোবাহেলা

১০ জিলকদ ১৩১০হি. সনে অমৃতসর ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত মোবাহেলার পরিনতি।

দেখুন, পড়ুন, নিজেই ফয়সালা করুন।

Khatme Nubuwwat Academy
387 KATHERINE ROAD FOREST GATE
LONDON E7 8LT UNITED KINGDOM
Phone : 020 8471 4434
Mobile : 0798 486 4668, 0795 803 3404
Email : khatmenubuwwat @hotmail. Com

পাঠক মহোদয়গন!

মোবাহেলা বলা হয় দুই প্রতিদ্বন্দ্বি দল কোন এক ময়দানে একত্রিত হয়ে স্বীয় বিতর্কিত বিষয়টি আল্লাহর আদালতে পেশ করা এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, তিনি যেন উভয় দলের বিতর্কিত বিষয়ের ফয়সালা করে দেন যে, তাদের মধ্যে কে সত্যবাদী ? আর কে মিথ্যাবাদী।

অতএব

১। মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী অমৃতসরের ঈদগাহ্ ময়দানে ১০ ই জিলকদ ১৩১০ হিঃ সনে মাওলানা আবদুল হক গজনবীর রহ. সাথে সরাসরি মোবাহেলা করেছে।

(মজমুয়া ইশতেহারাত, লিখক মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী খন্ড ১, পৃ.৪২৭)

২। মাওলানা আবদুল হক গজনবীর মোবাহেলা ছিল একথার উপর যে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারীগন সকলেই কাফের, মুলহিদ, দাজ্জাল, মিথ্যাবাদী এবং বেঈমান।

(মজমুয়া ইশতেহারাত, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর লিখা, খন্ড ১,পৃ.৪২৫)

৩। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী তার মৃত্যুর সাত মাস চব্বিশ দিন পূর্বে বলেছিল যে, মোবাহেলাকারীদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী হবে সে, সত্যবাদীর জীবদ্ধশায় মৃত্যু বরন করবে।

৪। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ২৬ শে মে ১৯ ০৮ ইং মরহুম মাওলানা আবদুল হক গজনবীর জীবদ্ধশায় মারা যায় এবং মাওলানা আবদুল হক গজনবীর ইন্তেকাল হয় ৯ বৎসর পর ১৫ ই মে ১৯১৭ ইং সনে।

সম্মানীত পাঠক বৃন্দ

মোবাহেলার পরিনতীতে মীর্জা কাদিয়ানীর মৃত্যু মাওলানা গজনবীর জীবদ্ধশায় হওয়া, আল্লাহর আদালতের অসাধারন বিচার ও ফয়সালা। যদ্বারা দুয়ে দুয়ে চার এর মত পরিস্কার হয়ে গেছে যে, মীর্জা কাদিয়ানী মিথ্যুক ছিল এবং তার অনুসারীগন নিঃসন্দেহে ধোকাবাজ, মিথ্যাবাদী এবং কাফের ও মুলহিদ।

যদি মীর্জা মসরুর ও কাদিয়ানী সম্প্রদায় আল্লাহর ফয়সালার উপর ঈমান রাখে তবে তাদের উপর ফরজ যে, তারা যেন সেই আল্লাহর ফয়সালাকে মেনে নিয়ে ঘোষনা করে দেয় যে, মীর্জা কাদিয়ানী মিথ্যাবাদী ছিল। এবং মীর্জায়ী মতবাদ হতে তাওবা করে নেয়া এবং ইসলাম ধর্ম কবুল করা। রহমতের নবী স. সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া

হুশিয়ার সাবধান হুশিয়ার সাবধান

ইন্টারন্যাট এবং স্যাটালাইট, টেলিভিশন এর দ্বারা কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তিকর প্রোপাগান্ডা ইসলামের সাথে প্রকাশ্য বিদ্রোহ।

সমস্ত মুসলমানদের আবগত করা যাচ্ছে যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় যারা নিজেদেরকে আহমদী ও আহমদী জামাত বলে পরিচয় দেয়, M.T.A. অর্থাৎ "মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া" নামে ২৪ ঘন্টা

একটি টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালনা করে। উক্ত দলটি ইন্টারন্যাটেও তৎপর, এছাড়া WWW.ALISL AM. ORG. টিভি চ্যানেল এবং ইন্টারন্যাটের মাধ্যমে ইসলামের ছদ্ধাবরনে তাদের কুফরী মতবাদ প্রচার করে। বাস্তবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ইসলাম পরিপন্থি। উক্ত দল মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে নবী, রাসূল হিসেবে মানে, যিনি উক্ত কাদিয়ানী দলের প্রতিষ্ঠাতা। তারা সরল প্রান মুসলমানদের বোঝাতে চায়, তাদের টেলিভিশন এবং ওয়েব স্যাইটের যাবতীয় প্রোগ্রাম নিরেট ইসলামী প্রোগ্রাম।

এবং কাদিয়ানী জামাত ইসলামের একটি শাখা সংগঠন। ইহা একটি ডাহা মিথ্যা। কারন ওলামায়ে ইসলাম ঐক্যমত্য ভাবে বর্ননা দিয়েছেন যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় ইসলামের বিরোধী একটি দল। তাদের কুফরী মতবাদের সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ওলামায়ে ইসলাম কাদিয়ানীদের কাফের ঘোষনা দিয়েছেন। টেলিভিশন ও ইন্টারন্যাটের মাধ্যমে কাদিয়ানীদের এ প্রচারাভিযান সরাসরি ইসলাম বিরোধী।

এ ইশতেহার দ্বারা স্বাধারণ ভাবে ঘোষনা করা যাচ্ছে যে, কাদিয়ানীদের এসব বিভ্রান্তিকর ষড়যন্ত্র হতে সাবধান থাকুন। তাদের পাতানো জ্বালে ফেঁসে যাবেন না। একথা মনে রাখবেন, কাদিয়ানীদের সাথে ইসলামের কোন দূরবর্তি সম্পর্কও নেই।

আমরা উম্মতে মুসলিমাকে একথা স্বরণ করে দেওয়া অত্যন্ত জরুরী মনে করছি যে, ১৯৭৪ ইং এপ্রিল মাসে পবিত্র মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত রাবেতা আলমে ইসলামীর অনুষ্ঠানে এবং ১৯৭৪ইং ৬ ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে কাদিয়ানীদের কে অমুসলিম, সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করেছেন।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে জানার জন্য যোগাযোগ করুন।